দৈনিক
ইত্তেফাক

23 MAR 2003

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বহীনতা প্রসঙ্গে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে আমরা সকলেই হতবাক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল ছাত্র-ছাত্রী আজ তাদের হাতে জিম্মি। যখন যে নিয়ম করলে তাদের সুবিধা হয়, তখন সে নিয়মই তারা করছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন মাস্টার্স ফাইনালের ফর্ম ফিলাপ করে তখনই সাময়িক সনদপত্রের জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০০/= টাকা নেয়া হয়। সব ছাত্র-ছাত্রীতো পাস করে না। পাসের হার শতকরা ৫০-৬০%, ফেল করে ৪০-৫০% ছাত্র-ছাত্রী। ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের সনদপত্র দেয়ার প্রয়োজন হয় না। অথচ তাদের টাকা ফেরত দেয়া হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, এই টাকা কি আসলেই বৈধ, নাকি অবৈধ? এই অবৈধ নিয়মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। আমার মনে হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এমএ পাসের সার্টিফিকেট দেয় আর তার সাথে এমন দুর্নীতির বিশেষ কৌশল শিক্ষা দেয় যাতে আমরা পেশাগত জীবনে এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির স্বর্ণ শিখরে উঠতে পারি। এ শিক্ষার জন্যই আজ বাংলাদেশ দুর্নীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ সব নিয়ম-কানুনকে যদি চিরদিন বৈধতা দান করা যায় তবে আমরা নিঃসন্দেহে আশা করতে পারি এ স্থান কেউ শত চেষ্টা করলেও দখল করতে পারবে না। এটা তো গেল এক ধরনের সূক্ষ্ম কৌশল, অন্য আরও এক ধরনের কৌশল হলো, তারা টাকা নিয়ে যে সাময়িক সনদপত্র কলেজে পাঠায় তার মধ্যে অধিকাংশই থাকে নামের বানানসহ বিভিন্ন ধরনের ভুল অথবা কিছু মার্কশীট/ সাময়িক সনদপত্র কলেজে পাঠালো না। আবার দেখা যায়, পাঠালেও কিন্তু যে ছাত্র-ছাত্রীর সনদপত্র তার নাম এবং কত সালে পাস করেছে তা লিখলো না। ঐ ঘরগুলো ফাঁকা রাখলো। অবশ্য প্রতিটি সনদপত্রে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, লেখক, নিরীক্ষক সকলের স্বাক্ষর থাকে। সনদপত্র যিনি নিরীক্ষণ করেন তিনি কি ঘুমায়ে ঘুমায়ে নিরীক্ষণ করেন? তিনি যদি এভাবেই নিরীক্ষণ করেন তবে নিরীক্ষণের পোষ্ট আদৌ দরকার আছে কি? এ ধরনের সমস্যাগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলে টাকা পয়সা ছাড়া উনারা সহজে ঠিক করে দেন না। কোন নাছোড়বান্দা যদি টাকা-পয়সা না দিতে চান তবে তাঁকে দিনের পর দিন হয়রানি করান। উনাদের মূল উদ্দেশ্য বাড়তি রোজগার। এ সমস্যাগুলো উনারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সৃষ্টি করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আপনারা বিষয়গুলো তদন্ত করে দেখে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের চরম ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা করে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ অবদান রাখবেন বলে আশা করি।

মোঃ আনোয়ারুজ্জামান,
কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুষ্টিয়া।